দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

এসএসসির ফরম পূরণে লাগছে সাড়ে ৯ হাজার টাকা!

■ মো. কাজী সোহেল, দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার শুভাঢ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি নির্বাচনী পরীক্ষায় ২ বিষয়ে অকৃতকার্য, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার কথা বলে বোর্ড নির্ধারিত ফি ছাড়াও কোচিং ফি, ক্রস ফি ও জামানত বাবদ প্রায় সাড়ে ৯ হাজার টাকা আদায় করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, নোটিস বোর্ডে বোর্ড নির্ধারিত ফির কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে এর প্রায় কয়েকগুণ টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করতে হচ্ছে। নোটিস বোর্ডে উল্লেখ রয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

এসএসসির ফরম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য ফরম পূরণ ফি ১ হাজার ৭৮৫ টাকা। ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীর জন্য ১ হাজার ৬৯৫ টাকা। অথচ অভিযোগ রয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোর্ড নির্ধারিত ফি-এর বাইরে সবার কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি নিচ্ছে ১ হাজার ৮০০ টাকা করে। এছাড়া প্রতি বিষয়ে (সর্বোচ্চ ২ বিষয়) অকৃতকার্যদের জন্য ক্রস ফি ৫০০ টাকা এবং ৫ হাজার টাকা জামানত নেয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে অন্যথায় সে টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সে হিসাবে ওই বিদ্যালয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় ২ বিষয়ে অকৃতকার্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীকে ফরম পূরণের জন্য ৯ হাজার ৫৮৫ টাকা দিতে হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শুভাঢ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করেছে। নোটিস বোর্ড অনুয়ায়ী ফরম পূরণের জন্য ১ হাজার ৬৯৫ টাকা নিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ আমার মেয়ের ফরম পূরণ করেনি। কোচিং ফি ১ হাজার ৮০০ টাকা দেয়ার পর বোর্ড ফি নিয়ে ফরম পূরণ করা হয়। এ জন্য আমার ৩ হাজার ৪৯৫ টাকা খরচ হয়।

এ বিষয়ে শুভাঢ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষক মো. আরিফ হোসেন বলেন, ক্রস ফি, কোচিং ফি ও জামানতের টাকার কোনো রশিদ দেয়া হয়নি। প্রধান শিক্ষক ও কমিটির নির্দেশে এসব ফি নেয়া হয়েছে।

শুভাঢ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম হোসেন সোহেল বলেন, যে সকল শিক্ষার্থী ২ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রতি বিষয়ের জন্য ৫০০ টাকা করে ক্রস ফি নেয়া হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সুপারিশে জামানতের টাকা নেয়া হয়েছে। তবে কোচিং ফি বাধ্যতামূলক নয় বলে তিনি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিলুফার জাহান বলেন, বোর্ড নির্ধারিত ফির বাইরে কোনো ক্রস ফি, কোচিং ফি ও জামানতের টাকা নেয়ার বৈধতা নেই। যদি কেউ বাড়তি টাকা নিয়ে থাকে তবে তাকে এ টাকা ফেরত দিতে হবে। এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবেও বলে তিনি জানান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান বলেন, এ ধরনের কোনো লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।